R. N. No. 2532/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2002

মার্বেল সেণ্টার
প্রযত্নে—উল ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা
(রাজা মার্কেট)
মার্বেল, গ্লেজড টালি, কাঁচ,
প্লাই, পাম্প, মোটর, পাইপ ও
SINTEX দরজা সরবরাহকারী
ফোন : ৬৬৩৯৯

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৯শ বর্ষ
৩৫শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৮ই মাঘ, বুধবার, ১৪০৯ সাল।
২২শে জানুয়ারী, ২০০৩ সাল।

নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

সরকারী নির্দেশে পদ্মার ধার বরাবর বারো মাইল এলাকার বালি তুলে খাদ সৃষ্টি করে ভাঙনকে আরো চাঙ্গা করা হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : পদ্মা নদীর ভাঙন মুর্শিদাবাদে দীর্ঘ বছরের একটা জলন্ত সমস্যা। সর্বনাশা ভাঙনে জেলার মানচিত্র ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে। রাক্ষসী পদ্মায় কত মানুষ গৃহহারা, ভূমিহারা হয়ে এখানে সেখানে বেঁচে থাকার জন্যই বেঁচে আছে তার হিসেব নেই। প্রত্যেক বছর ভাঙন প্রতিরোধে টেকনিক্যাল এ্যাডভাইসরী কমিটি, ফরাক্কা ব্যারেজ, গঙ্গা এ্যান্টি ইরোসন ডিভিশনের তত্ত্বাবধানে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে পদ্মার পার বাঁধান হচ্ছে এবং সম্প্রতি নদীর মূল স্রোত বাংলাদেশের দিকে মোর নেয়ায় পদ্মা নদীর তীরবর্তী মানুষদের মধ্যে কিছুটা স্বাস্ত ফিরেছে বলে খবর। ঠিক এই মুহূর্তে রঘুনাথগঞ্জ-২ এর বি, এল এন্ড এল, আর, ওর নির্দেশে (মেমো নং ৯২০ (৭) তাং ২০-১২-০২) লালখাঁনদিয়াড়ের মতিউর রহমান ১,১৫,৫০০০.০০ টাকা রয়্যালিটির ভিত্তিতে লবণচোয়া থেকে সেখালীপুর (খান্দুয়া) পর্যন্ত প্রায় বারো মাইল এলাকার পদ্মার ধার বরাবর বালি তোলার লীজ পান।

বর্তমানে ইজারাদার যে ভাবে বালি তুলে পদ্মার ধারে ব্যাপক খাদ সৃষ্টি করছেন, তাতে এলাকার মানুষের, বিশেষ করে নদীর ধারে বসবাসকারী লোকেদের রাতের ঘুম চলে গেছে। সকলেরই আশঙ্কা নদীর মূল স্রোত আবার এপারের (শেষ পৃষ্ঠায়)

বি এস এফের গুলিতে ছাত্র আহতের ঘটনায় মৃতী-সামসেরগঞ্জ ব্লক জুড়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড—১২ ঘণ্টার বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৮ জানুয়ারী সকাল ১০-২০ নাগাদ সামসেরগঞ্জ থানা এলাকার নিমতিতা রেজিষ্ট্রি অফিসের সামনে এক ছাত্রকে বি এস এফের হেড কনষ্টেবল মারধোর করে। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় প্রবল অশান্তি দেখা দেয়। নিমতিতা হাই স্কুলের ছাত্রদের সঙ্গে স্থানীয় মানুষ যোগ দেয়। জানা যায়, ঐ দিন নিমতিতা গৌরসুন্দর দ্বারকানাথ হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র ওয়াসিম আক্রম স্কুল আসার সময় উল্টো দিক থেকে আসা এক সাইকেল আরোহীর সঙ্গে তার সাইকেলের ধাক্কা লাগে। সাইকেল আরোহী নিমতিতা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের একজন হেড কনষ্টেবল নাম উমিদ সিং। তিনি ওয়াসিমকে মারধোর করেন। এরপর ওয়াসিম অসুস্থ হয়ে পড়লে স্থানীয় কয়েকজন ওয়াসিমকে স্কুলে নিয়ে যান। এই ঘটনায় ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তারা বি এস এফ কর্মীর উদ্দেশ্যে ছুটে গেলে উমিদ সিং মানিক সাহার টেলিফোন বুথে ঢুকে পড়েন। মানিক বেগতিক দেখে উমিদ সিংকে তাঁর বাড়ীতে আশ্রয় দিলে ছাত্ররা মানিক সাহার বাড়ী ঘিরে ফেলে। বুথে লুটপাট চালায়। এমনিতেই এলাকার মানুষের বি এস এফের উপর একটা চাপা ক্ষোভ আছেই। কারণে অকারণে মানুষের উপর বি এস এফ শাসন চালায়, ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে। তাই এই সুযোগে আশপাশ এলাকার মানুষ ছাত্রদের সঙ্গে যোগ দিয়ে অশান্তি কয়েক গুণ বাড়িয়ে তোলে। উমিদ সিং মানিক সাহার বাড়ী থেকে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়েন। দশম শ্রেণীর ছাত্র সিদ্ধার্থ সিংহের গলায় গুলি লাগে। রক্তাক্ত সিদ্ধার্থকে জ্ঞান হারাতে দেখে নবম শ্রেণীর ছাত্র স্বরূপ দাসও জ্ঞান হারায়। সিদ্ধার্থকে আশংকাজনক অবস্থায় প্রথমে বহরমপুর, সেখান থেকে কোলকাতা (শেষ পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর ষ্টেশনের এ এস এম এবং এক কেবিনম্যান সাসপেণ্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৫ জানুয়ারী অনেক রাতে জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে মেন লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা কামরূপ এক্সপ্রেসের শেষের গার্ডের কামরা ঘেঁসে হাটে বাজারে এক্সপ্রেস চলে যায়। এতে শেষ কামরার কিছুটা ও এক্সপ্রেসের নাম লেখা প্লেটটি ভেঙে যায়। ঘুমন্ত যাত্রীরা এ ব্যাপারে কিছু জানতেই পারেনি। এই ঘটনায় মালদা ডিভিশনের কর্তারা এসে প্রথম ধাপে জঙ্গিপুর ষ্টেশনের এ্যাসিঃ ষ্টেশন মাষ্টার মিঃ শর্মা ও একজন কেবিন ম্যানকে সাসপেন্ড করেন।

হাইকোর্টের ইন্সপেকশন জজ জঙ্গিপুর আদালত পর্যবেক্ষণ করে গেলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৭ জানুয়ারী কলকাতা হাইকোর্টের ইন্সপেকশন জজ বারীন ঘোষ এবং হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার অরুণাভ বসু জঙ্গিপুর আদালত পরিদর্শনে আসেন। দীর্ঘ দিন ধরে যে সব মামলার নিষ্পত্তি হয়নি সে সব মামলার এবং বিচারক প্রদত্ত আদেশ বা তার ধারা তিনি খুঁটিয়ে দেখেন। কোর্ট চলাকালীন (শেষ পৃষ্ঠায়)

৬৮ হাজার টাকার জাল নোট উদ্ধার, দুই পাণ্ডাসহ ৭ জন গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান শহর এলাকা থেকে বি এস এফের একটি দল গত ১৪ জানুয়ারী ৬৮ হাজার টাকার ৫০০ টাকার জাল নোট আটক করে। জাল চক্রের দুই পান্ডা আলিম সেখ ও আনোয়ার সেখসহ সাত জনকে গ্রেপ্তার করে বি এস এফের জেলা হেড কোয়াটার লালবাগে নিয়ে যায়। এলাকার মানুষের (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই মাঘ বুধবার, ১৪০৯ সাল।

শীতলতম দিন আর কতদিন ?

পশ্চিমা শীতের কথা অনেকেই শুনিয়াছেন, কেহ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া জানিয়াছেন, আবার কেহ শরৎচন্দ্রের লেখায় তাহার বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছেন। কী কন্‌কন্‌ শীত ! কী ভীষণ তাহার তীব্রতা এবং তীক্ষ্ণতা যেন দেহের হাড় পাঁজরা ভেদ করিয়া কম্পমান করিয়া তোলে। বেলা পড়িতে না পড়িতে শীতের জর্জরতা, হিমের চাদর ছড়াইয়া পড়ে সর্বত্র গ্রামে গঞ্জে, মাঠে ময়দানে, বাসগৃহের আনাচে কানাচে। উত্তুরে বাতাসে যেন প্রকৃতির কঠিন শাসানি। শাসানির প্রথম পাঠ শুরু হইয়া যায় শীত জর্জর পউষ প্রখরে। পাতা ঝরানোর পালা আরম্ভ হইয়া যায় বনে বনান্তরে। শুধু কি পাতাই ঝরে ? ঝরিয়া যায় হলুদ পাতার মত কত শত রুগ্ন রোগ-গ্রস্ত বয়োবৃদ্ধ মানুষ। শীতের দাপট আর দাপানিতে ত্রস্ত জীব জগৎও। থরথরি কম্পমান সমস্ত কিছুই।

সেই প্রখর পৌষ চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার তীক্ষ্ণ তীব্র অন্তর্ভেদী শীতলতা এখনও তেমন কমিল না। নির্মম শীত তাহার একতারাতে তীব্র নিখাদে ঝংকার দিয়া চলিয়াছে সমানভাবে তার দ্বিতীয় পর্বে উপস্থিত হইয়াও। উত্তর দিকের বাতাসে এখনও সমান অনুশাসন। মধ্যযুগের কোন কবি বলিয়াছিলেন পৌষে প্রবল কিন্তু জগজন সুখী। অবশ্য সুখী তাহারাই যাহাদের শীত নিবারণের অর্থ এবং উপায় আছে। তাহারা শীত ভোগ নয়, উপভোগ করে—তৈল, তুলা, তনুনপাৎ, তাম্বুল, তপনে। সে আর কত জন ?

দেশের সিংহ ভাগ মানুষ তো সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ। অনেকেই দুস্থ এবং দরিদ্র। তাহাদের অনেকের আবার নুন আনিতে গিয়া পান্তা ফুরাইয়া যায়। শীতের এই প্রাখর্য তাহাদের কাছে নির্মম অভিশাপের মতই অসহনীয়। মুকুন্দরামের ভাষায় তাহাদের পরিত্রাণের উপায়—জানু-ভানু-কৃশানু। ইহা হইল তৎকালীন দরিদ্র জীবনের বারমাস্যার একটা। কিন্তু আজ একুশ শতক। বোধ হয়, সাধারণ মানুষের অবস্থা ততটা করুণ নয়। শীত বস্ত্রের স্বাচ্ছন্দ্য হয় তো ততটা নয়—যতটা প্রয়োজন—তবে নিতান্ত অনুন নয়। এবারের শীত শুধু পশ্চিম অঞ্চলেই নয়—উত্তরাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল ভারতবর্ষের সর্বত্রই তাহার পাদস্পর্শ। ছুরির মত শাণিত শীত, চাবুকের আঘাতের মত বাতাসের কনকনানি। অনেক বেলা পর্যন্ত কুয়াশার ঘেরাটোপ। দিন-রাত্রির তাপমাত্রা স্বাভাবিক স্তর হইতে বেশ কয়েক ডিগ্রী নামিয়া আসিয়াছে। আবহাওয়া বিদদের কথায়—এখন শৈত্য-প্রবাহ চলিতেছে, আরো কয়েকটি দিন নাকি চলিবে। সূর্যের তাপ এবং তেজ তেমন নয়—যদিও আকাশে মেঘের কোন উপস্থিতি দেখা যাইতেছে না। খবরে প্রকাশ পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলার তাপমাত্রা ৫ হইতে ৯ ডিগ্রীর মধ্যে ওঠা নামা করিতেছে। প্রতিদিনই আবহাওয়ার সংবাদে শোনা যাইতেছে 'আজ এ বছরের শীতলতম দিন।' কিন্তু শীতার্ত মানুষের কাছে আজ কয়েকদিন ধরিয়া শীতলতম দিন তারতম্যহীন ভাবে অনড় রহিয়াছে। মনে হয়—একদিন প্রতিদিন—শীতলতম দিন। ইহা শুধু একটা খবর মাত্র নয়, ইহা আমাদের নিদারুণ প্রাত্যহিক উপলব্ধি।

॥ স্বাগতম্‌ সম্মেলন ॥

—হারলাল দাস

সারা ভারত / প্রাদেশিক / রাজ্য / কৃষক সভা—কোনটা কী ভাবে লিখলে সঠিক হবে ? কেউ বলতে পারছেন না। যাঁরা কষ্ট করে, সযত্নে লিখছেন সেই লিপিকাদের জানানো-বোঝানো হয় নি ; রোবটের মত খাটানো হচ্ছে। ঠিক কথা জানতে চাইলে পার্টি শৃঙ্খলা নাড়া খায় ?

হোর্ডিংয়ে-পোষ্টারে, ফেসটুনে-লিখনে ছয়লাপ। মরা গাছের গুড়িও রেহাই পায় নি। এ সব কাদের পড়বার জন্যে ? এখনও ৪০% নিরক্ষর কাগজে, মগজে কতজন হিসেব নেই। এক মাস ধরে শব্দ-দূষণ মারিয়ে চলছে শ্লোগান-মিছিল। কিন্তু এত সব কেন ?

বিগত পুরসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে বর্তমান পুরপ্রধান গভীর আক্ষেপ করে-ছিলেন—আমরা এতো কাজ করেছি তাও ভোটের জন্যে বলে বেড়াতে হচ্ছে !

তাঁর অনুভবেই প্রশ্নটা ফিরিয়ে দেয়া —কৃষকদের জন্যে অনেক করার পরেও কেন এতো ধুন্ধুমার প্রচার ? জবাবটা সবার জানা নেতৃবৃন্দ, আপনাদেরও খোলা আলোচনা হবে কি সম্মেলনে ? স্বাগত জানাই।

অঞ্চল কংগ্রেসের সভায় অধীর চৌধুরী

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৭ জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের লক্ষ্মীজোলা অঞ্চলের বাবুপুর ঈদগাহ মাঠে কংগ্রেসের এক সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা কংগ্রেসের সভাপতি সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী। তিনি বামফ্রন্টের দীর্ঘ শাসন ব্যবস্থায় কৃষি পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্য হ্রাস, বেকারত্ব, বি পি এলের তালিকা থেকে প্রকৃত গরীবদের বাদ দেয়া, সিপিএমের রাজত্বে পশ্চিমবঙ্গে আইন শৃঙ্খলার অবনতির দৃষ্টান্ত স্বরূপ সম্প্রতি পুলিশ সারজেন্ট বাপি সেনের হত্যার দৃষ্টান্ত দেন এবং বিজেপি সরকার হিন্দুত্বের নামে দেশে সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াচ্ছে বলে তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন। জঙ্গিপুরের প্রাক্তন বিধায়ক হাবিবুর রহমান বলেন—বামফ্রন্ট সরকার সীমান্ত এলাকার মাদ্রাসা-গুলো উঠিয়ে দেবার পরিকল্পনা নিচ্ছে। এটা মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর একটা আঘাত হানা ছাড়া কিছু না। সভায় প্রায় ১২০০০ মানুষের জমায়েত হয়।

কংগ্রেসী কাউন্সিলারদের সভা বয়কট

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৩১ ডিসেম্বর জঙ্গিপুর পুরসভার বোর্ড মিটিং কংগ্রেসের আটজন কাউন্সিলার বয়কট করেন। পুরসভার বিরোধী দলনেতা বিকাশ নন্দ জানান, গত ৩০ ডিসেম্বর কংগ্রেসের ডাকা বনধ পালন করতে গিয়ে পুরসভায় তারা কিছু কর্মী ও বাইরের লোকেদের হাতে লাঞ্ছিত হন। পুর কর্মীদের এই জঘন্য কাজের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে বলে বিকাশরা দাবী জানান ও সভা বয়কট করেন। এছাড়া পুরসভায় বি পি এল তালিকা নিয়ে দলবাজী, রঘুনাথগঞ্জে জঙ্গিপুরের মতো পরিশ্রুত জল সরবরাহ চালু, কংগ্রেসী ওয়ার্ডে উন্নয়নমূলক কাজে বিমাতৃসুলভ ব্যবহার, কংগ্রেসী কাউন্সিলারদের না জানিয়ে ১১০ বস্তা মিনিকীট দলীয় ক্যাডারদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়ার অভিযোগ আনেন বিকাশ।

দুটো লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে একজনের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২ জানুয়ারী বেলা ৩-৩০ নাগাদ সুতী থানার আহিরণ থেকে কিছুটা দূরে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি বালি ভর্তি লরির সঙ্গে উল্টো দিক থেকে আসা একটি খালি লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে খালি গাড়ীর খালাসি ঘটনাস্থলে মারা যান। ঐ গাড়ীর ড্রাইভার ও একজন যাত্রীকে গুরুতর আহত অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বালি ভর্তি লরির ড্রাইভার ও খালাসি বেপাত্তা। পুলিশ লরি দুটোকে আটক করে।

গঙ্গার জলে ডুবিয়ে এক বালিকাকে নির্মমভাবে হত্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২০ জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ শহরের গোডাউন কলোনীর অণিমা হালদারকে দফরপুর অঞ্চলের কিছু মানুষ স্থানীর থানায় ধরে নিয়ে আসেন। অণিমার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে একটি ছোট মেয়েকে দিনের আলোয় গঙ্গায় ডুবিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। অভিযুক্তাও পুলিশের কাছে স্বীকার করে সে তার পরিচিতা লিপিকা মাঝিকে (১০) প্রলোভন দেখিয়ে ঐ দিন দফরপুর নিয়ে গিয়ে নির্জনে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে মেরেছে। লিপিকার দেহ এখনও উদ্ধার হয়নি। অণিমা এমনিতে কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন বলে পাড়াপড়শি সূত্রে জানা যায়।

৪০ লক্ষ টাকার কাগড় আটক

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৭ জানুয়ারী বি এস এফের একটি দল অরঙ্গাবাদ বাজারের এক ট্রান্সপোর্ট গোডাউন থেকে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার শাড়ী ও চাদর আটক করে। মালগুলো বাংলাদেশ পাচারের উদ্দেশ্যে ওখানে মজুত করা হয় বলে জানা যায়।

আফিডেবিট

আমি বাবলু রজক, পিতা ৺শিশির রজক, লালপুর, ধুলিয়ান পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড, থানা সামসেরগঞ্জ, পোঃ ধুলিয়ান, জেলা মুর্শিদাবাদ। অদ্য ১৩ই জানুয়ারী '২০০৩ জঙ্গিপুর নোটারী আদালতে আফিডেবিট করে আমি বাবলু দাস, আমার স্ত্রী শিখা দাস ও পুত্র-কন্যা সুস্মিতা দাস, নবমী দাস, মিঠুন দাস ও দীপক দাস নামে পরিচিত হইলাম।

আফিডেবিট

আমি দিলীপ সরকার, পিতা ননীগোপাল সরকার, সাকিম সেকেন্দ্রা, পোঃ গিরিয়া, জেলা মুর্শিদাবাদ। আমার প্রথম পুত্রের নাম দিপাঞ্জন সরকার, ডাক নাম দিপ সরকার। স্কুলেও তার এই নাম থাকা সত্ত্বেও সিডিউলকাষ্ট সারটিফিকেটে তার নাম দিপাঞ্জনের পরিবর্তে দিপ সরকার করা হয়েছে। এই ভুল সংশোধনে দিপাঞ্জন সরকার ও দিপ সরকার একই জন প্রমাণে জঙ্গিপুর নোটারী আদালতে গত ২০ জানুয়ারী '২০০৩ আফিডেবিট করলাম।

পাত্র চাই

পাত্রী বৈশ্য সাহা M. Sc, B. Ed. সরকারী হাই স্কুল শিক্ষিকা। সুপাত্র (বয়স ৩৭—৪২) কাম্য। Ph. No. 03485—263355, 0353—2212128

ভাঙনকে আরো চাঙ্গা করা হচ্ছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

কূল ধরে বইতে শুরু করলে রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকই শুধু নয় সারা জেলা বিপদের মধ্যে পড়বে। ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সামান্য অর্থের বিনিময়ে লীজ দিয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি করলেন তাতে তামাম এলাকার সর্বনাশ তো হবেই, আন্তর্জাতিক সীমানারও হেরফের হয়ে যেতে পারে। এলাকার স্বার্থে পরিকল্পনাহীন এই হঠকারিতা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

দুই পাণ্ডাসহ ৭ জন গ্রেপ্তার (১ম পৃষ্ঠার পর)

দাবী—এ ব্যাপারে স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসন তৎপর হলে ৫০০ টাকার জাল নোট এই এলাকা থেকে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাবে। কিন্তু পুলিশ ও প্রশাসনের দীর্ঘ গাফিলতিতে জাল নোটের কারবার এলাকাকে ছেয়ে ফেলেছে।

ধুন্ধুমার কাণ্ড—১২ ঘন্টার বন্ধ (১ম পৃষ্ঠার পর)

হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। স্বরূপ ও ওয়াসিমকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করার পর তাদের ছেড়ে দেয়া হয়। গত রবিবার বি এস এফ কমান্ডার জঙ্গিপুর হাসপাতালে ছাত্রদের দেখতে আসেন। উত্তেজিত ছাত্র-জনতা একাধারে লুটপাট, ভাঙচুর অবরোধ শুরু করে। মহকুমা শাসকের নির্দেশে সুতী-২ বিডিও এবং পঞ্চায়েত সভাপতি ঘটনাস্থলে গেলে সভাপতির ভাড়া করা এ্যামবাসাডরটিতে ওরা আগুন লাগিয়ে দেয়। নিমতিতা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের বাধা দিতে গিয়ে তিনিও ওদের হাতে লাঞ্ছিত হন। উত্তেজিত ছাত্র-জনতা বি এস এফ ক্যাম্প অক্ষত রেখে বিভিন্ন অফিস ভাঙচুর করে। বুথ মালিকের বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেয়। নিমতিতা ষ্টেশনের কেবিন ম্যানের কাছ থেকে চাবি কেড়ে নিয়ে রেল গেটে তালা লাগিয়ে দেয়। ব্যাঙডুবির মোড়, রেলপথ, জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষুব্ধ জনতা। জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক ও মহকুমা পুলিশ প্রশাসক ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছলে জনতা ওদের লক্ষ্য করে ইট পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। এতে ৭/৮ জন পুলিশ আহত হয়। বেলা প্রায় চারটে পর্যন্ত এই সব কান্ডকারখানা চলে। পুলিশ এই ঘটনায় ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করে। এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে দু' জায়গায় পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়। অভিযুক্ত বি এস এফ জওয়ান উমিদ সিং গ্রেপ্তার হয় তার কোর্ট মারসালও হবে বলে খবর। এই ঘটনার প্রতিবাদে ২০ জানুয়ারী প্রথমে বামফ্রন্ট থেকে নিমতিতা অঞ্চলে ১২ ঘন্টার বন্ধ, পড়ে এস ইউ সি এবং টি এম সি সামসেরগঞ্জ থানা এলাকা বন ধের ডাক দিলে সব রাজনৈতিক দল এতে মত দেয়। সব দলের ছাত্র সংগঠনও স্কুল কলেজে ধর্মঘটের ডাক দেয় সেদিন। অরঙ্গাবাদ ও ধুলিয়ানসহ আশপাশ এলাকায় বন্ধ শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়। জাতীয় সড়ক বন্ধকারীরা প্রায় ২ ঘন্টা অবরোধ করে রাখে। ঐ দিন বি এস এফের ডি, আই, জি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে অপরাধীর শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান। শেষ খবরে জানা যায়, পুলিশ এলাকায় তল্লাসী চালিয়ে বেশ কিছু লুঠের মালসহ আরো ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। তল্লাসী অব্যাহত আছে।

আদালত পর্যবেক্ষণ করে গেলেন (১ম পৃষ্ঠার পর)

বারীনবাবু প্রত্যেক কোর্টে উপস্থিত হয়ে বিচার ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। জঙ্গিপুর বারের পক্ষ থেকে তাঁকে ১৪ দফা দাবী সম্বলিত এক স্মারকলিপি দেয়া হয়। প্রধান দাবীগুলোর মধ্যে উল্লেখ্য, ১) আদালত নিযুক্ত প্রসেস সারভাররা আট কিলোমিটারের বেশী দূরত্বে সমন পৌঁছে দিচ্ছেন না। এর ফলে বাদী বিবাদী উভয়ে অসুবিধায় পড়ছেন। অযথা মামলার দিন পড়ে যাচ্ছে। এর জরুরী বিহিত করতে হবে। ২) ক্রিমিন্যাল কোর্টে পুলিশ মাধ্যমে আসামী ও সাক্ষীদের প্রতি সমন পাঠানো নিয়ম বন্ধ হয়ে গেছে। এটা সত্বর চালু করতে হবে। ৩) অত্যধিক মামলার চাপে একটি এ্যাসিঃ ডিস্ট্রিক্ট জজ কোর্ট দিয়ে এখানে কাজ সামাল দেয়া যাচ্ছে না। বহু কেসের দীর্ঘদিন ধরে নিষ্পত্তি হচ্ছে না। আরো একজন অতিরিক্ত দায়রা জজ-এর পোষ্টিং এখানে দেয়া হোক। ৪) কোর্ট লাইব্রেরীর বহু দুষ্প্রাপ্য বই এর কোন হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার দাবী জানানো হয়। ৫) জঙ্গিপুরের বর্তমান মহকুমা শাসক নিয়মমাফিক কোর্টে না বসার জন্য রেন্ট কনট্রোল, ১০৭, ১৪৪ ধারা, আপীল ইত্যাদি কেসের শুনানি হচ্ছে না। সব ব্যাপারে তিনি আইনজীবীদের সঙ্গে অসহযোগিতা করছেন ইত্যাদি।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভা

(সারা ভারত কৃষক সভার শাখা)

৩২তম রাজ্য সম্মেলন

২৩শে জানুঃ—২৬শে জানুঃ '২০০৩

বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী নগর (রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গিপুর)

শৈলেন দাশগুপ্ত মঞ্চ (রবীন্দ্রভবন)

২৩শে জানুঃ '০৩ প্রকাশ্য সমাবেশ

স্থান-ম্যাকেঞ্জি ময়দান, বেলা ১টা

বক্তা ঃ

জ্যোতি বসু, কে. ভরদারাজন

বিনয় কোঙার, সূর্যকান্ত মিশ্র

সমর বাওড়া, মধু বাগ প্রমুখ

সমাবেশে সকলকে আমন্ত্রণ জানাই

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সেমিনার

২২-১-০৩—২৬-১-০৩

- দাদাঠাকুর মুক্ত মঞ্চ—সদরঘাট
- ধনঞ্জয় মণ্ডল মঞ্চ (ঝাঁকমু)—সম্মতিনগর

প্রতিদিন সংগীত, আবৃত্তি, বাউল, কবিগান, যাত্রা, নাটক, গাম্ভীরা, ছৌ, ঝুমুর, টুসু, লেটো, ভাদু, গীতি আলেখ্য, নৃত্যনাট্য প্রভৃতি অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে।

সময়—প্রত্যহ বৈকাল ৫টা।

অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রচারিত।